দৈনিক ইনকিলাব

MAY 13 2002

তারিখ ... ...
পৃঃ ৮ কলাম ... ৫ ......

এইচএসসি পরীক্ষার হলে এবার দ্রুত বিচার আদালত বসবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহসানুল হক মিলন বলেছেন, আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের কারণে এবার কোন গোলযোগ হলে বা শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটানো হলে ঐ কেন্দ্রে দ্রুত বিচার আদালতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে ভিডিও করার ব্যবস্থা থাকবে এবং কেন্দ্রে নকল কিংবা অন্য যেকোন অনিয়মের জন্য সাথে সাথে বিচার করে দোষীদের শাস্তি দেয়া হবে। তিনি নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলেন, এসএসসি ও এইচএসসির মতো গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষাকে ইতিপূর্বেকার গণনকলের বদনাম ঘোচাতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বিগত এসএসসি পরীক্ষায় সরকারের গৃহীত কড়া পদক্ষেপের ফলে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ নকল নির্মূল হয়েছে। এখন এইচএসসি পরীক্ষায় শতভাগ নকল নির্মূলের জন্য সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এবার কাউকে পরীক্ষার হলে আর নকল আনারই সুযোগ দেয়া হবে না। নকল করা তো দূরের কথা,

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

কারো সাথে নকলের টুকরো পাওয়া গেলেই ঐ পরীক্ষার্থীকে সাথে সাথে বহিষ্কার কর হবে এবং নকল ধরতে ও বহিষ্কার করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককেও বহিষ্কারস: তার এমপিও বাতিল করা হবে। যে কে নকল হবে সেই কেন্দ্র বাতিল হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও এমপিও বাতিল ক হবে। তিনি বলেন, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা থেকে ১০০% ফেল করলেও ঐ প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু নকল হলে জবাবদিহি করতে হবে। নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সকল দায়-দায়িত্ব শিক্ষকদের ওপর বর্তাবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, শিক্ষকরা সহযোগিতা না করলে কোথাও নকল হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষকরাই হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় পুলিশ। তারা সমাজেরও অভিভাবক। তাদের কোন ঔদাসীন্য এবং ব্যর্থতা ক্ষমা করা হবে না।

গতকাল ঢাকার ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) মিলনায়তনে 'নকলমুক্ত পরিবেশে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান' শীর্ষক এক সেমিনার ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।